সংবাদ

তারিখ ... 3 FEB ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা উপকরণ মেলা নিয়ে কিছু কথা

শরীফুল্লাহ মুক্তি

প্রতি বছরের মতো এ বছরও ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সারাদেশে উদযাপিত হচ্ছে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৭'। এ বছর ২৯ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড সংবলিত র‍্যালি, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আলোচনা সভা, বিগত বছরে বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ, শিক্ষামেলাসহ বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। এ বছর জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য হলো 'শিক্ষার আলো জ্বালবো, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বো'। শিক্ষা মেলার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শিক্ষা উপকরণ মেলার আয়োজন। উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত ক্লাস্টারভিত্তিক এবং জেলা পর্যায়ে উপজেলা ভিত্তিক স্টল সাজিয়ে প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিক্ষকদের তৈরিকৃত বিভিন্ন শিখন-শেখানো উপকরণ প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। মেলা শেষে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ স্টলগুলোকে পুরস্কৃতও করা হয়। এই মেলার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষকদের শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ এবং শিখন-শেখানো কাজে উপকরণ ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করা। একজন শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষা উপকরণ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু কথা এ প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরছি।

উপকরণের আভিধানিক অর্থ উপাদান এবং বিশেষ অর্থে একে প্রদীপণ বা উদ্দীপনও বলা হয়ে থাকে। যার অর্থ প্রকাশন বা উজ্জ্বলকরণ অর্থাৎ যার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করা যায়। শিক্ষা উপকরণ শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের প্রভাবক। রসায়নের ভাষায় যার উপস্থিতি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। তদ্রূপ শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে গতিময় ও সফল করে তোলার জন্য যে সহায়ক উপাদান ব্যবহার করা হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা উপকরণ। অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য বা জিনিসপত্র ব্যবহারের ফলে শিক্ষাদান বা শিখন-কার্য সহজ, আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে। অন্যভাবে বলা যায়- পঠন-পাঠনকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে তুলতে ইন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দিয়ে আলঙ্কারিক করা প্রয়োজন। এই আলঙ্কারিক সামগ্রীই হলো শিক্ষা উপকরণ। শিক্ষা উপকরণ ছাড়া মানসম্মত শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কথা চিন্তাই করা যায় না।

শিশুমন বৈচিত্র্যময়, তার শিখন চাহিদাও বহুমুখী। শিশুর জন্য শিখন হবে এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। তাই শিখন-শেখানো শিশুর কাছে চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই; যাতে করে শিশুমনকে সহজেই নাড়া দেয়া যায়। শিশুর পরিচিত বস্তু, পরিচিত বিষয় বা ঘটনা এবং পরিচিত পরিবেশকে পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট করে শ্রেণী শিখন-শেখানোর উৎকৃষ্ট উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কারণ জটিল ও বিমূর্ত বিষয়গুলোকে শিশুর কাছে সহজ ও আনন্দদায়ক করার জন্য উপকরণের বিকল্প নেই। আর এসব উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা হবে জীবনঘনিষ্ঠ যা শিশুর নিজের, পরিবারের, সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাদানে উপকরণ ব্যবহার একজন দক্ষ শিক্ষকের জন্য খুবই প্রয়োজন। উপকরণ ছাড়া একটি ফলপ্রসূ ও কার্যকর পাঠদান সম্ভব হয় না। মানুষের ৫টি ইন্দ্রিয় রয়েছে। যথা- চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক। শিশুরা কোনো কিছু চোখ দিয়ে দ্যাখে, কান দিয়ে শোনে, নাক দিয়ে গন্ধ নিয়ে, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করে কিংবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে শিখে থাকে। জ্ঞানলাভে শিশুরা কোনো-না কোনো ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে থাকে। যে পাঠে শিশুরা বেশি ইন্দ্রিয় ব্যবহারের সুযোগ পায় সেই পাঠে অধিক জ্ঞান লাভ করে এবং শিখন স্থায়ী হয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে শিক্ষার্থীরা স্বাদের মাধ্যমে মনে রাখতে পারে ১%, স্পর্শের মাধ্যমে মনে রাখতে পারে ১.৫%, গন্ধের মাধ্যমে মনে রাখতে পারে ৩.৫%, শোনার মাধ্যমে মনে রাখতে পারে ১১% এবং দেখার মাধ্যমে মনে রাখতে পারে ৮৩%। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা অত্যন্ত চঞ্চল। পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষা উপকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ একমাত্র উপকরণের সাহায্যেই শিশুদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হতে পারে। কাজেই প্রাথমিক স্তরে শিশুদের জন্য জ্ঞানলাভে শিক্ষা উপকরণ একটি খুবই প্রয়োজনীয় মাধ্যম। শিক্ষা উপকরণ পাঠের বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে তোলা, পাঠের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা, শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করা, জটিল বিষয় সহজে উপস্থাপন করা, অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করা, আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা, শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা, শিখন দ্রুত ও ত্বরান্বিত করা, শিখন দীর্ঘস্থায়ী করা, পাঠকে জীবনভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত করা, শিক্ষাদান-কার্য অনেক বেশি আনন্দদায়ক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ করা, শিক্ষার্থীকে কাজ করার দক্ষতা বাড়িয়ে দেয়া, শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া, শিক্ষার্থীদের কাছে বিমূর্ত ধারণাকে মূর্তকরণ, শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করা, সময় ও শ্রম লাঘব, বাইরের দুর্গম স্থানকে পরোক্ষভাবে শ্রেণীতে আনয়ন, শিক্ষকের অধিক পরিশ্রম লাঘব, শ্রেণীকক্ষের একঘেয়েমি দূর করে পাঠে বৈচিত্র্য আনয়ন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সুদৃঢ় করে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়িয়ে দেয়ায় শিক্ষা উপকরণ ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ফলে স্বল্প মেধা, পশ্চাৎ মেধা, স্থূল মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী বেশি উপকৃত হয়।

বর্তমান কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উপকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নতুন নতুন উদ্ভাবনী উপায়ে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে আসছে। শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রকৃতিগত দিক বিবেচনা করে উপকরণগুলোকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে: দৃষ্টিনির্ভর শিক্ষা উপকরণ (বাস্তব উপকরণ, মডেল, চার্ট, কার্ড, ছবি, মানচিত্র, পোস্টার, ছড়ার বই, গল্পের বই ইত্যাদি), শ্রুতিনির্ভর শিক্ষা উপকরণ (রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদি), দৃষ্টি ও শ্রুতিনির্ভর শিক্ষা উপকরণ (টিভি, ভিসিআর, ডিসিডি, ডিভিডি, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি), সাধারণ শিক্ষা উপকরণ (পাঠ্যপুস্তক, পাঠটীকা, চক, ডাস্টার, শিক্ষক-সংস্করণ, নির্দেশিকা কাঠি ইত্যাদি)।

উপকরণসমূহ গাইডলাইন অনুসরণ করে তৈরি করতে হবে। উপকরণ হবে পাঠের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, শ্রেণী-উপযোগী, মান ও রং আকর্ষণীয়, সহজে ব্যবহার উপযোগী, শিখনফল অর্জনে সহায়ক, সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, সহজে সংরক্ষণ উপযোগী, শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক, অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী, সকল শিক্ষার্থীর জন্য দৃশ্যমান, ব্যবহারযোগ্য ও টেকসই। উপকরণটি হতে হবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সাধনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, আকর্ষণীয় যাতে শিক্ষার্থীর চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে এবং শিক্ষার্থীর মনোযোগ অধিকক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখতে পারে। উপকরণের আকার-আকৃতি ও রং হবে সঠিক। উপকরণটি হবে শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী, শিখনের সমস্যা কাটিয়ে শিখন ত্বরান্বিত করার উপযোগী, শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে সহায়তা করার যোগ্য। উপকরণটি কম সময়ে, কম অর্থে ও কম পরিশ্রমে তৈরিযোগ্য হতে হবে। উপকরণটি যথোপযুক্ত হবে অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি হয়েছে সেই উদ্দেশ্য যেন সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করতে পারে। একই উপকরণ যাতে উপস্থাপন, অনুশীলন ও মূল্যায়নে ব্যবহার করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কম খরচে যাতে উপকরণ তৈরি করা যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। স্থানীয় পরিবেশ থেকে উপকরণ তৈরির সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে। যেমন- পুরনো ক্যালেন্ডার, পুরনো খবরের কাগজ, জুতার বাক্স, ফেলে দেয়া সামগ্রী ইত্যাদি। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষের আকার, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, দলীয় কাজ ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে উপকরণের আকার, আকৃতি বিবেচনা ও সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- শ্রেণীতে প্রবেশ করেই উপকরণ প্রদর্শন না করা, উপস্থাপন পর্যায়ে যখন প্রয়োজন তখন প্রদর্শন করা, সকলের দৃষ্টিগোচর করে উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে, প্রথমে বাস্তব পরে অর্ধ-বাস্তব উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে, যতক্ষণ প্রয়োজন কেবল ততক্ষণই উপকরণটি ব্যবহার করা, উপকরণ প্রদর্শনে শিক্ষদের সহায়তা নেয়া, সকল শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে। উপকরণ হিসেবে শ্রেণীর শিক্ষদের ব্যবহার করা, শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি জিনিসকে প্রয়োজনে পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট করে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা, উপকরণের ওপর প্রশ্ন করা বা উপকরণ সম্পর্কে কিছু বলতে দেয়া, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠের ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দেয়া। গাণিতিক ধারণা উপস্থাপন প্রক্রিয়া অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা ভিন্নতর। গাণিতিক ধারণা উপস্থাপনের জন্য ৩টি পর্যায় বা ধাপ রয়েছে। পর্যায় ৩টি হলো: বাস্তব পর্যায়, অর্ধ-বাস্তব পর্যায় ও বস্তু নিরপেক্ষ পর্যায়। এর জন্য গণিত বিষয়ক উপকরণ ৩টি ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। বাস্তব উপকরণ (কাঠি, পাতা, মার্বেল, পাথর, দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা, বীচি, ফল ইত্যাদি)। অর্ধ-বাস্তব উপকরণ (ছবি প্রদর্শন করা, পাঠ্যপুস্তকের বা পাঠ-সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ছবি বড় করে চার্ট হিসেবে ব্যবহার করা, বোর্ডে ছবি এঁকেও ব্যবহার করা ইত্যাদি)। বস্তু নিরপেক্ষ উপকরণ (সংখ্যা-কার্ড, সংখ্যা বিষয়ক চার্ট, সংখ্যার মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে)।

শিক্ষা উপকরণের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কিছু বিষয়ের প্রতি শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন- নির্বাচিত উপকরণ ব্যবহারের জন্য নিজেকে প্রস্তুতকরণ, শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের পূর্বে নিজে নিজে মহড়া দেয়া, শ্রেণীকক্ষের সঠিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতকরণ, উপকরণকে পাঠের সাথে সমন্বয়করণ, নির্দিষ্ট আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপকরণের ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া, উপকরণের পূর্ব-ব্যবহারের অভিজ্ঞতা, নতুন পাঠের অনুপ্রেরণা অনুসন্ধান, উপকরণের কার্যকারিতা প্রণয়ন, অতিরিক্ত উপকরণ ব্যবহার পরিহারকরণ, পাঠ্যবই ব্যবহারের মানসিকতা তৈরি ইত্যাদি।

উপকরণ সংগ্রহ, তৈরি ও ব্যবহারের পর উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ মূলত অনেক বিদ্যালয়ের জন্য একটি বাস্তব সমস্যা। উপকরণ সংরক্ষণের জন্য বিদ্যালয়ে নিরাপদ কক্ষ, আসবাবপত্র ও সর্বোপরি শিক্ষকগণের আন্তরিকতা প্রয়োজন। গ্রামীণ এলাকায় অনেক বিদ্যালয়ে নিরাপদ কক্ষের অভাব রয়েছে। তবে অধিকাংশ বিদ্যালয় এখন পাকা দালান এবং পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ বিশিষ্ট। এক্ষেত্রে একটি কক্ষকে শিক্ষা উপকরণ কর্নার হিসাবে তৈরি করা যেতে পারে। তাছাড়া শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের জন্য উপকরণ-হ্যাঙ্গার, শেলফ, আলমারি, শোকেস ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। উপকরণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে তা হলো- শ্রেণী ও বিষয় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন র‍্যাকে সাজিয়ে রাখা, শ্রেণী ও বিষয় উল্লেখ করে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা, ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা, উপকরণসমূহ ব্যবহারের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাজিয়ে রাখতে হবে, ছোট ছোট উপকরণগুলো কাগজের বা কাঠের বাক্সে সংরক্ষণ করা, বাক্সের গায়ে উপকরণের নাম লিখে রাখা, বাঁধানো ছবি-চার্ট-পোস্টার-মানচিত্র ইত্যাদি দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা, বাঁধানো না হলে পেঁচিয়ে গোল করে র‍্যাকে রাখা। উইপোকা ও ইঁদুরের উপদ্রবমুক্ত স্থানে উপকরণ রাখতে হবে, মাঝে মাঝে কীটনাশক বা ন্যাপথলিন জাতীয় ঔষধ দিয়ে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে। উপকরণ শুকনো জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীতে ঐ নির্ধারিত শ্রেণী-পাঠের উপযোগী কিছু উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে। কোন উপকরণ সামান্য বিনষ্ট বা ছিঁড়ে গেলে মেরামত/সংস্কার করতে হবে। দামি উপকরণ ও যন্ত্রপাতিসমূহ প্রধান শিক্ষকের আলমারিতে সংরক্ষণ করা সমীচীন হবে। তাছাড়া মাঝে মাঝে উপকরণসমূহ ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

বর্তমান সময়ে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে ডিজিটাল কনটেন্ট ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ওপর। বর্তমানে মূলধারার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারি পর্যায়ে ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে। ল্যাপটপপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির ওপর ১২ দিনের প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে। সকল বিদ্যালয়কে পর্যায়ক্রমে ল্যাপটপ প্রদান ও সকল শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা অনেক কার্যকর ও ফলপ্রসূ। কিন্তু বিষয়টির প্রতি অনেক শিক্ষকের ভীতি আছে। তাছাড়া ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের প্রতি অনেক শিক্ষককের ধারণাও ইতিবাচক নয়।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে করণীয় : বর্তমানে আমাদের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু-না কিছু শিক্ষা উপকরণ আছে। কিন্তু এগুলো শুধু বিদ্যালয়ের শোভা বর্ধনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো বিদ্যালয়ের আলমারিতে, দেয়ালে অথবা হ্যাঙ্গারে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছে। এগুলো শ্রেণীকক্ষে শিখন-শেখানো কাজে খুব একটা ব্যবহৃত হচ্ছে না। অল্প সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাই পরিদর্শনের সময় ব্যতীত অন্যসময় শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা উপকরণ নিয়ে যান। আবার অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা পরিদর্শনের সময়েও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা উপকরণ নিয়ে যান না। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার নির্ভর করে শিক্ষকদের সচেতনতা ও আন্তরিকতার ওপর। শিক্ষকদের ইতিবাচক মনোভাব, আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। শিক্ষকদের মনে করিয়ে দিতে হবে- শিক্ষকতা একটি মহান পেশা; এই মহান পেশায় জীবিকা নির্বাহ ছাড়াও মানবসেবার সুযোগ রয়েছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণ একজন শিক্ষকের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে সহকারী শিক্ষকবৃন্দ সারা বছর উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ করবেন। তবে বছরের শুরুর দিকে উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব পেতে পারে। বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (SLIP-স্লিপ) শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এর জন্য প্রতি বছর কিছু পরিমাণ বরাদ্দ রাখতে হবে।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে (ইউআরসি) আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিয়ে আরও বেশি বেশি আলোচনা করতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষা উপকরণ তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণ কৌশলের ওপর উপজেলা পর্যায়ে ইউআরসি-তে ব্যাপক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাছাড়া শিক্ষকদের টালুলার প্রশিক্ষণ (Training on teaching and learning using locally available resources- TALULAR Training) অর্থাৎ স্থানীয় সহজলভ্য উপকরণ বা ফেলে দেয়া জিনিস দিয়ে কিভাবে শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা যায় এ বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান জরুরি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের মাসিক সমন্বয় সভায় উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ শিক্ষকদের স্বল্পতে তৈরি ও সহজলভ্য শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে পারেন। সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ ক্লাস্টারে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে প্রদর্শনী-পাঠ ও আলোচনামূলক পাঠের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর নিজ নিজ ক্লাস্টার পর্যায়ে একদিনের উপকরণ মেলার আয়োজন করতে পারেন এবং সৃজনশীল ও আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতকারী শিক্ষককে পুরস্কৃত করতে পারেন।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন প্রধান শিক্ষক। তার আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা ছাড়া শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। তিনি নিজে প্রতিদিন অন্তত দুই/তিনটি ক্লাসে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবেন এবং অন্যান্য সহকারী শিক্ষকদের উপকরণ ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। অনেক সহকারী শিক্ষক উপকরণ ব্যবহারে আন্তরিক নন। তারা এটিকে অতিরিক্ত ঝামেলা মনে করেন। এক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক প্রথম প্রথম সহকারী শিক্ষকদের অন্তত দুই/তিনটি ক্লাসে উপকরণ ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন এবং পরবর্তী সময়ে নিশ্চিত করবেন। যখন সহকারী শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের সুফল নিজ চোখে দেখতে পারবেন তখন তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবেন। প্রধান শিক্ষকের একাডেমিক সুপারভিশন পরবর্তী ফিডব্যাক প্রদানের সময় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন। তাছাড়া প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়গুলোতে সব সময় মেন্টরিং ও পাঠ-সমীক্ষা (Lesson Study) কার্যক্রম চালু রাখবেন এবং শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন সভায় (পাক্ষিক সভা) শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের বিষয়ে জোর তাগিদ দিবেন। বিভিন্ন পর্যায়ের পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণের বিষয়টি মনিটরিং করবেন এবং শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিবেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নেতৃত্বে উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে টিম-ভিজিট কার্যক্রমও পরিচালনা করা যেতে পারে। তাছাড়া বছর শেষে মূল্যায়ন করে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও ব্যবহারকারী বিদ্যালয় ও শিক্ষককে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। এতে বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি ইতিবাচক প্রতিযোগিতা তৈরি হবে। কারণ পেশাগত স্বীকৃতি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কর্মসম্পাদনে আরও উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগায়।

পরিশেষে আমাদের শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার এবং ব্যবহারের পর তা যথাযথভাবে সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়ার মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ মেলাকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তুলবেন এই কামনা করছি। সেই সাথে কামনা করছি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ- ২০১৭'এর সফলতা।

[লেখক : ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি), ময়মনসিংহ]
ahmsharifullah@yahoo.com